কর্মরত অবস্থায় শ্রমিকের মৃত্যু, ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ জেলার শিল্পাঞ্চল বড়জোড়ায় ঘুটগেড়িয়াতে এক কারখানায় কর্মরত অবস্থায় এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। অর্জুন দাস ফেরো (ইন্ডিগো) নামে এক লোহার ইনগেট তৈরির কারখানায় বৃহস্পতিবার সকালে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, মৃত শ্রমিকের নাম ধরম রায় (৫৩)। উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা তিনি। প্রায় ৭ বছর ধরে এই কারখানায় এক ঠিকেদারের অধীনে কাজ করে আসছিলেন তিনি। এদিন দুপুর ১টা নাগাদ সহকর্মীরা তাঁকে কারখানায় শুয়ে থাকতে দেখেন। প্রথম দিকে তাঁরা ভেবেছিলেন, কোন কারণে শ্রমিকটি ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেক ডাকাডাকিতেও সাড়া না পেয়ে তাঁকে নাড়িয়ে বুঝতে পারেন যে, তিনি মারা গেছেন। তৃণমূল শ্রমিক নেতা গণেশ মণ্ডল জানান, শ্রমিকটির মৃত্যুর খবর পেয়ে সহ-শ্রমিকেরা ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিষয়টি নিয়ে মালিক পক্ষে আলোচনা চলছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানানোর জন্য স্থানীয় পুলিশের কাছে দাবি জানায় সহকর্মীরা।

তাঁদের দাবির ভিত্তিতে বড়জোড়া থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বড়জোড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠায়। কারখানার মালিক অরুণ কুমার আগরওয়ালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কর্মচারী ও শ্রমিক সংগঠন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা চলছে।

লক্ষ্মী পেঁচা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ লক্ষ্মী পেঁচা উদ্ধার হল পুরুলিয়ায়। বৃহস্পতিবার পুরুলিয়া শহরের রাজাবাঁধের পাড়ের ধারে হার্ডকো আবাসন এলাকার একটি ফ্ল্যাট থেকে ওই পেঁচাটি উদ্ধার হয়। সংশ্লিষ্ট বনাধীকারিক কাদল পাণ্ডে জানান, এদিন সকালে আবাসনের কয়েকজন বাসিন্দা ওই পেঁচাটিকে একটি ফ্ল্যাটের একাংশে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে দেখে বন দপ্তরে খবর দেন। বনকর্মীরা গিয়ে সেটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। বর্তমানে পেঁচাটিকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল বৃদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার আদ্রা থানা এলাকায়। পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম সন্ধ্যা বাউরি (৬১)। আদ্রা থানার খাড়াই গ্রামে তাঁর বাড়ি। বুধবার বাড়িতে রান্না করার সময় উনুনের আগুন অসাবধানবশত তাঁর পরণের কাপড়ে লেগে যায়। তিনি চিৎকার করে ওঠেন। চিৎকার শুনে পরিবারের লোকজন ছুটে এসে ওই বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে আদ্রা রেল হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতের দিকে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সদ্যজাতের তিন আঙুল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ একটি হাতে তিনটি আঙুল নিয়ে এক শিশুপুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুরুলিয়ার কোটসিলা এলাকায়। জানা গিয়েছে, কোটসিলা থানার চৈতনডি গ্রামের গৃহবধূ সুশারী কুমার প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে কোটসিলা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি হন। তারপর স্বাভাবিক ভাবেই ওই মহিলা এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু ওই শিশুটি ভূমিষ্ট হওয়ার পরই তার শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করতে গিয়ে ভুরু কুঁচকে যায় সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও নার্সের। তাঁরা দেখতে পান, সদ্যজাত ওই শিশুটির হাত ও পা মিলিয়ে ২০টির জায়গায় ১৮টি আঙুল রয়েছে। ডান হাত ও দুই পায়ে আঙুলের সংখ্যা সঠিক থাকলেও শিশুর বাঁহাতে রয়েছে মাত্র তিনটি আঙুল। তাঁদের শিশুপুত্রের শরীরে খুঁত দেখতে পেয়ে আঁতকে ওঠেন মা সুশারী মাহাতো ও শিশুটির বাবা দীনেশ মাহাতো। শিশুটিকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তাঁরা। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক নয়ন মুখোপাধ্যায় বলেন, চিকিৎসকদের ভাষায় এটিকে 'এমাইনেটিক ব্যান্ড সিনড্রোম' বলা হয়। তিনি বলেন, শিশু মায়ের গর্ভে থাকাকালীন রক্ত চলাচল কম হলে অনেক সময় শিশুর এই ধরণের শারীরিক বিকৃতি দেখা দিতে পারে। নয়নবাবু বলেন, রিকন্সট্রাক্টিভ প্লাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে আঙুল তৈরি করা যায়।

তবে সেই ধরণের পরিকাঠামো পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে নেই। এর জন্য উন্নতমানের কোন চিকিৎসা কেন্দ্রে শিশুটিকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

বিষ্ণুপুর মেলা কমিটি এবং মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত যাত্রা প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ বৃহস্পতিবার বিষ্ণুপুরে প্রাক মেলা যাত্রা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। বিষ্ণুপুর মেলা কমিটি এবং মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত প্রতিযোগিতা এদিন শহরের যদুভট্ট মঞ্চে শুরু হয়েছে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় মোট ১৮টি দল অংশ নিয়েছে। বিষ্ণুপুর ছাড়াও বাঁকুড়ার পুরুষোত্তমপুর, তালডাংরা, ভূতশহর, শুনুকপাহাড়ি, পাঁচমুড়া, বনকাটি, ভেদুয়াশোল, ইন্দাস, ইঁদপুর, সোনামুখী, পাত্রসায়র এলাকা থেকে যাত্রা দল অংশ নিয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় ভূতশহর গ্রামের উদয়ন নাট্য সংস্থার 'অচল পয়সা' পালা দিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। চলবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বিষ্ণুপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশঙ্কর মণ্ডল বলেন, গ্রামাঞ্চলের শৌখিন যাত্রা শিল্পকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে অন্যান্য বছরের মতো এবারও মেলা কমিটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারিকে ১৫ ডিসেম্বর পুরস্কৃত করা হবে।

বোলেরো গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু বাইক আরোহীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ বুধবার আনুমানিক সাড়ে ১১টার সময় বিষ্ণুপুরের জনতা বাসস্টান্ডের সামনে একটি মোটরবাইকের সঙ্গে একটি বোলেরো গাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক মোটরবাইক আরোহীর। মৃত ব্যক্তির নাম বিপদতারণ দত্ত (৬৩)। তাঁর বাড়ি বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার মহেশপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গাড়ি দুটির সংঘর্ষে মোটরবাইক আরোহী বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান। সেই সময় তাঁর দেহের উপর দিয়ে বোলেরো গাড়িটি চলন্ত অবস্থায় চলে যায়। এই ঘটনায় মারাত্মকভাবে জখম হন তিনি। এরপর তাঁকে স্থানীয় বাসিন্দারা বিষ্ণুপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকেরা বিপদতারণবাবুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদেহের ময়না তদন্ত করানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘাতক গাড়িকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

নেপাকুলি- বাঘনাপাড়া পর্যন্ত রাস্তার উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকার কারণে ক্ষোভে ফুঁসছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। তাই এলাকার মানুষের দাবি মেনে আর্থিক বরাদ্দের টাকায় রাস্তার নতুন সংস্কার শেষে তা উদ্বোধন হলো। পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের পূর্ত দফতরের কর্মাধ্যক্ষ বাগবুল ইসলাম জানিয়েছেন, পূর্ত দপ্তর থেকে প্রাপ্ত ৯ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই রাস্তাটি তৈরি করা হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যা নাগাদ রাস্তাটির উদ্বোধন করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু। রাস্তার শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা দপ্তরের সদস্য প্রণব রায়, পূর্ত দফতরের কর্মাধ্যক্ষ বাগবুল ইসলাম, বিধায়ক বিশ্বজিৎ কুণ্ডু সহ অনেকে। আরও জানা গিয়েছে, কালনা-২ ব্লকের অধীন নেপাকুলি থেকে বাগনা পারা পর্যন্ত ১৭ কিমি রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়েছিল।

বেহাল রাস্তা সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দর সাথে সাথেই এই রাস্তাটির কাজ শুরু হয় এবং কাজ শেষ হবার পর তা শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার জেলা পরিষদের পূর্ত দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ বাগবুল ইসলাম জানিয়েছেন, পূর্ত দপ্তর অনেক বেহাল রাস্তার কাজ নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হবে। অর্থ বরাদ্দ হয়ে গেছে এবং বহু রাস্তার কাজ শুরুও হয়ে গেছে। দীর্ঘ ১৭ কিলোমিটার রাস্তার কাজ সংস্কার হওয়াতে স্থানীয় বাসিন্দারা ভীষণ খুশি বলে জানা গিয়েছে।

মহিলা বিড়ি শ্রমিকদের নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ বৃহস্পতিবার বিষ্ণুপুরে মহিলা বিড়ি শ্রমিকদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক কর্মশালা হয়েছে। শহরের বাইপাশ সংলগ্ন একটি বেসরকারী লজে শ্রমদপ্তর আয়োজিত এদিনের কর্মশালায় মহিলা শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর মহকুমা অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার গৌতম সাহা, জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক দুলালচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপুর পুরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দিবোন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। গৌতমবাবু এদিন বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, স্বাস্থ্য বীমা সহ নানা সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালু করেছে।

সেই সব প্রকল্পে উপভোক্তাদের সুবিধার বিষয়ে এদিন মহিলা বিড়ি শ্রমিকদের সচেতন করা হয়েছে।

গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ কেতুগ্রামে এক বধূকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল স্বামীসহ তার পরিবারের আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে। বুধবার অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মারা যান কেতুগ্রাম থানার হাড়মুর গ্রামের বাসিন্দা আনসারা বিবি (২৮)। মৃতার বাপের বাড়ির তরফ থেকে কেতুগ্রাম থানার স্বামীসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার কেতুগ্রাম থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ পেয়েছি, অভিযুক্তরা সবাই পলাতক। তবে ধরতে তল্লাশি শুরু হয়েছে। মৃতের বাবা ইউনুস শেখ জানিয়েছেন, তিন বছর আগে মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয় কেতুগ্রাম থানার হারমুর গ্রামের বাসিন্দা কামাল সেখের সাথে। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই লাগাতারভাবে অধিক পণের দাবি করে আসছিল স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনেরা। গত এক মাস আগেও মেয়ের মারফত খবর পাঠিয়ে ১ লক্ষ টাকা দাবি করে বলে অভিযোগ বাবার। পণের দাবি না দেওয়ার কারণে মেয়ের উপরে শারীরিক অত্যাচারের পাশাপাশি মানসিক নির্যাতন চালাত স্বামীসহ শ্বশুর-শাশুড়ি ও তার আত্মীয় পরিজনরা। মেয়েকে মঙ্গলবার রাতে স্বামীসহ বাড়ির লোকেরা ঘরের মধ্যে আটকে রেখে আগুনে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ করেন বাবা। রাতে চিৎকার করার পরে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠান। বুধবার মৃত্যু হয় আনসারা বিবির এবং রাতেই বাবা ইউনুস সেখ জামাই কামাল সেখ সহ ৯ জনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন থানায়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের ধরতে জোর তল্লাশি শুরু হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডিতে হাতির তাণ্ডব, ব্যাপক ক্ষতি আমন ধানের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পালা করে একটির পর একটি হাতির দল ঢুকে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে চলেছে পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি ব্লক এলাকায়। গত কয়েকদিন ধরে বাঘমুণ্ডি বনাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে তারা। এতে মাথায় হাত উঠেছে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের। হাতি তাড়াতে গিয়ে হাঁফিয়ে পড়েছেন বনকর্মীরাও। টানা চার দিন ধরে তাদের তাণ্ডবে নষ্ট হয়েছে বিঘার পর বিঘা জমির পাকা আমন ধান। সোমবার রাতে সুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে পুরুলিয়ার অযোধ্যা জঙ্গল ঘেঁষা বাঘমুণ্ডি ব্লকের বুড়রা কালিমাটি এলাকায় দুটি হাতি ঝাড়খণ্ড সীমানা টপকে ঢুকে পড়ে। মঙ্গলবার সকালে খবর পেয়ে বনকর্মীরা হাতিগুলিকে তাড়ানোর কাজে নেমে পড়লেও দিনভর এলাকার বিভিন্ন মৌজায় ঘুরে বেড়ায়। অনেক চেষ্টার পর রাতের দিকে ওই হাতি দুটিকে এলাকা ছাড়া করা সম্ভব হলেও ঠিক তার পরেই একই রাস্তা ধরে আরও ৭টি হাতি বাঘমুণ্ডি এলাকায় ঢুকে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে আমন ধানের জমিতে ঢুকে ফসল ক্ষতি করতে শুরু করে। তখন থেকেই বনকর্মী ও ছলা পার্টির লোকজন এবং গ্রামবাসীরা লাঠি-সোটা, মশাল, পটকা ইত্যাদি নিয়ে হাতি ভাগানোর অভিযানে নামে। টানা প্রায় ২৪ ঘণ্টা ধরে চেষ্টার পর বুধবার গভীর রাতে হাতির পালটিকে ঝাড়খণ্ড বনাঞ্চলের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু তাতে নিশ্চিন্ত হতে পারেননি বন বিভাগের লোকজন। তাঁদের চিন্তা বাড়িয়ে দিয়ে বুধবার রাতে এই ব্লকের মাঠা এলাকায় নতুন করে আরও ১২টি হাতি ঢুকে পড়েছে। রাত থেকেই তারা ওই এলাকায় ধানজমিতে উৎপাত চালিয়ে গেলেও ক্লান্ত বনকর্মী ও ছলা পার্টির সদস্যরা বড়সড় ওই দলটিকে তাড়াতে পারেন নি। তাছাড়া এই দলে একাধিক দাঁতাল থাকায় এক্ষুনি ঝুঁকি নিয়ে অভিযানে নামা যায় নি। বাঘমুণ্ডির বনাধিকারিক মনোজ কুমার মল্ল জানান, ওই ১২টি হাতি বৃহস্পতিবার দিনভর মাঠা রেঞ্জের খুদড়ি ও মুদিডি এলাকার জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়েছিল। তাদের গতিবিধি দেখে শুক্রবার রাতে ওই দলটিকে এলাকা ছাড়া করতে অভিযান চালানো হবে বলে তিনি জানান। মনোজবাবু বলেন,

সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বুড়দা কালিমাটি ও মাঠা এলাকা মিলিয়ে হাতির তাণ্ডবে প্রায় ১৫ হেক্টর জমির ধান নষ্ট হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, ক্ষতির হিসাব নিকাশ চলছে, সরকারি বিধি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবেন চাষিরা।

জেলায় রেকর্ড গড়ল ডেঙ্গু, আটকাতে লোক প্রসারের বাউলেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ কি বিচিত্র এই জেলা! একদিকে দাপট বাড়াচ্ছে ডেঙ্গু ও তার সহযোগী ম্যালেরিয়া। অন্যদিকে তা রোধের আবেদন জানিয়ে আপন বেয়ালে গান করছেন জেলার বাউল শিল্পীরা। ডেঙ্গু এবছর জেলায় ইতিমধ্যেই রেকর্ড করে ফেলেছে। এবছর এখনও পর্যন্ত স্বাস্থ্য দপ্তরের হিসেবেই ডেঙ্গুতে আক্রান্তর সংখ্যা ৩২৫ জন ছাড়িয়ে গেছে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রসূনকুমার দাশ এই তথ্য জানিয়ে বলেন, এবছর ডেঙ্গুতে জেলায় একজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তিনি ছিলেন বড়জোড়া ব্লকের বাসিন্দা। গত ২০১৩ থেকে জেলায় কার্যতঃ কোনঠাসা হয়ে ছিল ডেঙ্গু। সেই ডেঙ্গু গত ২০১৬ সাল থেকে ফের দাপট দেখাতে শুরু করেছে জেলায়। এবছর তার দাপট লাগাম ছাড়া হয়ে উঠেছে। গত ৫ বছরের সব রিপোর্টকেও এবার সে ছাপিয়ে গেছে। গত ২০১৬-তে অজানা জ্বর নিয়ে জেলার হাসপাতালগুলিতে ভর্তি হওয়া রোগীদের রক্ত পরীক্ষা করে ২৭৬ জনের দেহে ডেঙ্গুর জীবাণু পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া কলকাতা ও দুর্গাপুরের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জেলার আরও কিছু রোগী ভর্তি হয়েছিলেন যাদের দেহেও ডেঙ্গুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই সব মিলিয়ে গত বছর ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৩০০-র মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এমনকি গত ২০১৩ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে জেলায় মৃত্যুর কোন খবর ছিল না। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে জেলায় ডেঙ্গুতে শেষবার মারা গিয়েছিল ২০১২ সালে। এই সময় জেলায় ডেঙ্গুর দাপট ছিল সব থেকে বেশি। সেই সময় জেলায় ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১৪, ১২৯ ও ৫৮ জন। অন্যদিকে বাউলেরা এই ডেঙ্গুদের দাপট আটকাতে আপন বেয়ালে এইনিয়ে গান গেয়ে চলেছেন। বৃহস্পতিবার জেলার এক লোকশিল্পীকে ট্রেনে বাউল গান গেয়ে ভিক্ষে করতে দেখা যায়। এক লোকশিল্পীর দলকে দেখা যায় বাঁকুড়া শহরের জুনবেদিয়া এলাকায় এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হয়ে এবিষয়ে গান গাইতে। অধিকাংশ লোক শিল্পীর গলায় দেখা যায় জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক গৌতম গাঙ্গুলির সই করা পরিচয়পত্র। জুনবেদিয়া অনুষ্ঠানের শিল্পীগোষ্ঠীর দলপতি কার্তিক পাল ও শিবপদ রানা জানান, লোকপ্রসার প্রকল্পের এই পরিচয় পত্রটি তাঁদের সাহস। এক সময় গৌতমবাবু মাঠেঘাটে বাউল, লোকগান ব্যবহার করে বেড়াতেন। সেই সময় থেকেই তাঁরা বাউল গানের পাশাপাশি এধরণের সমাজকল্যাণ মূলক গান তৈরি করে গেয়ে আসছেন। কার্তিকবাবুর বক্তব্য, তাঁর দলের অধিকাংশ শিল্পীই সবজি বিক্রেতা। এক সকাল সবজি বিক্রি করার পর বাউল গান গেয়েই পয়সা রোজগার করেন। লোকপ্রসার প্রকল্পের শিল্পী হওয়ায় আপন উদ্যোগে প্রচারমূলক গানও করেন। ট্রেনে ও বাসে বাউল গান গেয়ে যাঁরা ভিক্ষে করেন তাঁদেরও একই বক্তব্য। লোকপ্রসার প্রকল্পের

শিল্পী হওয়ায় উৎসাহে ও সামাজিক দায়িত্বে এই ধরণের গানও করেন। বাঁকুড়ার বর্তমান জেলা তথ্য আধিকারিক রানা দেবদাস জানান, লোক প্রসার প্রকল্পের সাফল্য এখানেই। শিল্পীরা নিজেদের উদ্যোগেই জনকল্যাণমূলক গান গাইছেন, এটাই বড় কথা। মাটির মানুষেরা নিজেদের ভাষায় নিজের গানের সুরে অন্যদের সচেতন করে এটাইপ্রত্যাশা ছিল।

কর্মখালি
একটি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে আরামবাগ অফিসের জন্য অতি সত্বর একাধিক ডিটিপি অপারেটর চাই।
যোগাযোগ ঃ ৯৫৬৪০৬৫৫৫৫

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনস্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapex@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ